ধানে শিষ ব্লাস্ট ও লক্ষীর গু রোগ দমনে করণীয়

সারা দেশে বর্তমানে যে আবহাওয়া বিরাজ করছে (মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, উচ্চ আর্দ্রতা, দিনে গরম এবং রাতে ঠান্ডা) তা ধানে শিষ ব্লাস্ট ও লক্ষীর গু রোগের অনুকূল। ফলে এখন যে সমস্ত অঞ্চলের ধানে ফুল বের হচ্ছে সে সমস্ত অঞ্চলের সুগন্ধি জাতে শিষ ব্লাস্ট এবং অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল জাত যেমন: ব্রি ধান৪৯ এ লক্ষীর গু রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু সুগন্ধি জাতে শিষ ব্লাস্ট এবং ব্রি ধান৪৯ এ লক্ষীর গু রোগের আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।

ব্লাস্ট রোগ দমেনে করণীয়ঃ

- জমিতে ব্লাস্ট রোগ দেখা মাত্র পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা।
- যে সমস্ত জমির ধান এখনো ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি অথচ উক্ত এলাকায় ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে, সেখানে ধানের শিষ বের হওয়ার পর দানা শক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বিকাল বেলা আগাম ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার, জিল (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা মিশ্রিত ছত্রাকনাশক নেটিভো (৩৪ গ্রাম/বিঘা) সাত দিন ব্যবধানে দুই বার প্রয়োগ করা।

লক্ষীর গু রোগ দমনে করণীয়ঃ

যে সমস্ত এলাকার জমির ধানে এখন ফুল বের হচ্ছে (বিশেষ করে ব্রি ধান৪৯ জাত) সে সমস্ত এলাকার ধানে বিকাল বেলা প্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: টিল্ট (১৩২ গ্রাম/বিঘা) সাত দিন ব্যবধানে দুই বার প্রয়োগ করা।

ব্লাস্ট এবং লক্ষীর গু রোগে আক্রান্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ না করাই উত্তম।

প্রচারে

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।